THE WORLD BANK

Working for a World Free of Poverty

NEWS RELEASE

Contacts:
S.M.Rezwan-ul-Alam (880-2) 8159001 Ext. 4242
salam3@worldbank.org; and
Rehnuma Amin (880-2) 8159001, Ext. 4136
ramin1@worldbank.org

বাংলাদেশে বিশ্ব ব্যাংকের কান্ট্রি ডিরেক্টর ক্রিস্টিন ওয়ালিক তার মেয়াদ পূর্ণ করেছেন

(ঢাকা, ৬ নভেম্বর ২০০৬) ঃ বাংলাদেশে বিশ্ব ব্যাংকের কান্ট্রি ডিরেক্টর ক্রিস্টিন ওয়ালিক বহুজাতিক ঋনদাতা সংস্থাটির কর্মকান্ডের প্রধান হিসেবে তার সাড়ে তিন বছরের কর্মমেয়াদ শেষ করে আগামী ১৯ই নভেম্বর কর্মস্থল ত্যাগ করতে যাচ্ছেন। মিস ওয়ালিক বিশ্ব ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় ওয়াশিংটন ডি.সি তে সিনিয়র কর্মকর্তা হিসেবে যোগদান করবেন। বাংলাদেশে তার স্থলাভিষিক্ত পরবর্তী কান্ট্রি ডিরেক্টরের নাম শীঘ্রই ঘোষনা করা হবে।

বিশ্ব ব্যাংকের স্বাভাবিক কর্মী পর্যায়ক্রম নীতির (স্টাফ রোটেশন পলিসি) অংশ হিসেবে এ বছর দক্ষিন এশিয়ার ৪ জন কান্ট্রি ডিরেক্টরকে পরিবর্তন করা হচ্ছে। মিস ওয়ালিকের স্থলে বাংলাদেশে বিশ্ব ব্যাংকের অপারেশন এডভাইজার মোহাম্মদ আল হুসেইনি ত্যুরে ভারপ্রাপ্ত কান্ট্রি ডিরেক্টর হিসেবে কাজ করবেন।

বিশ্ব ব্যাংকের কান্ট্রি ডিরেক্টর হিসেবে মিস ওয়ালিকের কার্যকালে ১৪ টি নূতন প্রকল্প অনুমোদন ও ঋন প্রদাণের পরিমাণ বৃদ্ধির মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রতি বিশ্ব ব্যাংকের প্রতিশ্রুতি আরো দৃঢ়তর হয়েছে। ২০05 সাল নাগাদ অনুদান প্রাপ্তিতে এবং বিশেষ সুবিধাযুক্ত ঋন গ্রহীতা হিসেবে বাংলাদেশ তৃতীয় বৃহত্তম অবস্থানে ছিল। বর্তমানে বিশ্ব ব্যাংক সরকারের ২৪ টি প্রকল্পে সহায়তা করছে এবং স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পরিবহন, পানি ও পয়ঃ নিষ্কাশন, কৃষি এবং অর্থনৈতিক খাতের সংস্কার সহ বিভিন্ন খাতে ব্যাপকভাবে সক্রিয় আছে।

মিস ওয়ালিক সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য ভীষণভাবে সক্রিয় থেকেছেন, এছাড়াও সরকারী ক্রয় সংক্রান্ত খাতের সংস্কারে এবং শাসন সংক্রান্ত বা নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে শক্তিশালী করণে তিনি সহায়তা করেছেন। উপরন্তু তিনি মহিলা এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কাছে স্বাস্থ্য, অর্থ এবং শিক্ষা সেবা পৌঁছে দেবার উদ্যোগসমূহের ব্যাপারে যথেষ্ট আন্তরিকতার পরিচয় দেন। সরকার, এন জি ও এবং নাগরিক সমাজের সাথে গঠনমূলকভাবে সম্পৃক্ত থেকে বিশ্ব ব্যাংক স্থানীয় সমাধান এবং অংশীদার খোঁজার ব্যাপারেও সচেষ্ট থেকেছে। সেইসাথে বিশ্ব ব্যাংক নূতন নূতন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্যেও আন্তরিকতার স্বাক্ষর রেখেছে। উদাহরনস্বরুপ বলা যায়, অতি সম্প্রতি বিদ্যুৎ খাতে পুনঃ প্রবেশ, রেলওয়ে খাতে এই প্রথমবারের মত ঋন প্রদান এবং স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালীকরণে সরকারী উদ্যোগে সমর্থন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

গত মার্চে বিশ্ব ব্যাংক বাংলাদেশ সহায়তা কৌশল ২০০৬-২০০৯ (কান্ট্রি এসিস্টেন্স স্ট্র্যাটেজি) অনুমোদন করেছে। এই প্রথমবারের মত কৌশল পত্রটি বাংলাদেশের অন্য তিন উন্নয়ন অংশীদার যেমন- এশিয়ান ডেভেলাপমেন্ট ব্যাংক, যুক্তরাজ্যের ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলাপমেন্ট এবং জাপানের যৌথ সহায়তায় প্রস্তুত করা হয়েছে। সহায়তা কৌশলটি মূলতঃ দেশে বিনিয়োগ পরিবেশের উন্নয়ন এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন- এই দুটো ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠায় কঠিনভাবে সনির্বদ্ধ। আগামী ৪ বছর এই কৌশলপত্রটি বাংলাদেশে বিশ্ব ব্যাংকের কর্মকান্ডকে পরিচালিত করবে এবং এই সময়ের মধ্যে বিশ্ব ব্যাংক তিন বিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋন প্রদান করবে বলে ধারনা করা যাচ্ছে।

এক বিদায়ী বক্তব্যে ক্রিস্টিন ওয়ালিক বলেন: "প্রথম বাংলাদেশে এসে আমি কুড়িগ্রাম জেলার সুখের চরে একটি পরিবারের সাথে এক সপ্তাহ অবস্থান করেছি। প্রতি বছর পানি বৃদ্ধির মৌসুমে চরটি ডুবে যায় এবং পরিবারটি তার গৃহ সরঞ্জামাদি ও তল্পিতল্লাসহ প্রায় সমপর্যায়ের অস্থিতিশীল একটি জমিতে স্থানান্তরিত হতে বাধ্য হয়। আমার অবস্থানের সবচেয়ে নিকটতম স্বাস্থ্য সহায়তা ছিল নৌকায় চার ঘন্টার পথ, এমনকি নদীর পানি ছাড়া অন্য কোন পানির সরবরাহ কিংবা বিদ্যুতের ব্যাবস্থাও ছিল না। নদী এবং আবহাওয়ার খেয়ালী আচরণের বিপরীতে পরিবারটির বৃদ্ধ, অসুস্থ, আঘাতপ্রাপ্ত কিংবা জীবন যাত্রার ক্ষয়ক্ষতির জন্য কোনো প্রাতিষ্ঠানিক সুরক্ষা ছিল না। ভঙ্গুর পরিস্থিতিতেও বাংলাদেশী জনগণের দারিদ্র্যতার সাথে সংগ্রামের এই শিক্ষা আমি আমার সাথে রেখেছি। এমনকি বাংলাদেশ ব্যাপী ভ্রমণের সময়েও জনগোষ্ঠীর এই উদ্দীপনা ও বৈশিষ্ট্য আমি বারবার প্রত্যক্ষ্য করেছি।"

"আমি সাড়ে তিন বছর পর বাংলাদেশ ত্যাগ করছি এবং আমি বাংলাদেশের উন্নতির ব্যাপারে দৃঢ়ভাবে আশান্বিত। ব্যাপারটা এমন নয় যে, আমি খুবই আশাবাদী ব্যক্তি। বরং এটি এমন একটি ধারনা যা জনগণের সৃজনশীলতা এবং সর্বোপরি বাংলাদেশ ইতিমধ্যেই অর্থনীতি ও সামাজিক ক্ষেত্রে যে ব্যাপক অগ্রগতি সাধন করেছে তার মূল্যায়নের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত।"

"বাংলাদেশ ১৯৯০ সাল থেকে ৫-৬ শতাংশ হারে বাৎসরিক প্রবৃদ্ধি, নিম্ন মুদ্রাষ্ফীতি ও ঋন এবং সুদ ও বিনিময় হারের স্থিতিশীলতা বজায় রাখা ইত্যাদির মাধ্যমে নিরবিচ্ছিন্ন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। জনপ্রতি প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ গড়ে নিম্ন আয়ের দেশগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধন করেছে এবং দক্ষিণ এশিয়ায় পাকিস্তান ও নেপালের তুলনায় এগিয়ে আছে। উপরন্তু এই উন্নতির স্বাক্ষর দারিদ্র্যতা বিমোচনের উল্লেখযোগ্য হারের উপর প্রতিফলিত হয়েছে। উল্লেখ করা যায় যে, জনসংখ্যার আনুপাতিক হারে পূর্বের পাঁচ বছরের তুলনায় ২০০০ থেকে ২০০৫ সালের মধ্যে দারিদ্র্যতা বছরে দ্বিগুণ হারে অর্থাৎ বাৎসরিক ২ শতাংশ পয়েন্টে কমেছে যা ২০০০ সালের ৪৯ শতাংশের তুলনায় ২০০৫ সালে এসে ৪০ শতাংশে উপনীত হয়েছে।"

"আমরা আরো দেখেছি, অতি দরিদ্র জনগণের ক্ষেত্রেও খাদ্য নিরাপত্তার লক্ষ্যনীয় অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। অন্যান্য সামাজিক সূচক সমূহেও একই ধরনের লক্ষ্যনীয় অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়। উদাহারনস্বরুপ বলা যায়, শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রায় সার্বজনীন অর্ন্তভুক্তি এবং স্বাস্থ্য খাতে বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে নবজাতক ও শিশু মৃত্যু দ্রুততম হারে কমিয়ে আনা উল্লেখযোগ্য। এই সমস্ত অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে বাংলাদেশের জনগণের প্রচেষ্টা, সরকারের বলিষ্ঠ ম্যাক্রো-অর্থনৈতিক নীতি, এন জি ও সমূহের উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ড ও সামাজিক আন্দোলন এবং স্থানীয়ভাবে উদ্ভাবিত সমাধানের মাধ্যমে। "

"এই উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অনুদান ও বিশেষজ্ঞ সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে বিশ্ব ব্যাংক দীর্ঘ মেয়াদী অংশীদার হতে পেরে গর্বিত। দূর্বল শাসনব্যবস্থার ধারনা, রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় যথাযথ জবাবাদিহিতার অভাব, দুটো প্রধান রাজনৈতিক দলের মধ্যে বিদ্যমান তিক্ত সর্ম্পকজনিত হতাশা, রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য সংগ্রাম এবং নাগরিক হিসেবে রাষ্ট্রের কাছ থেকে প্রাপ্য সেবা প্রদানের ব্যর্থতা ইত্যাদি সত্ত্বেও এই ঈর্ষনীয় উন্নতি অর্জিত হয়েছে। দুঃখজনকভাবে এই ধরনের ব্যর্থতাগুলো প্রায়শঃই অর্জনসমূহকে ঢেকে দেয়।"

"দারিদ্র্যতার সাথে সংগ্রামরত বাংলাদেশের প্রায় এক কোটি জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছানো এবং তাদের জীবনমান উন্নত করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো তৈরী করা জরুরী। ব্যর্থতাসমূহ মোকাবেলা করে অর্জিত সাফল্যের পথ ধরে এগিয়ে যাওয়াও বাংলাদেশের জন্য চ্যালেঞ্জ। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, এগুলো অবশ্যই সম্ভব।"

"২০১৫ সালের মধ্যে দারিদ্র্যতা অর্ধেক কমিয়ে আনতে হলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাৎসরিক ৭-৮ শতাংশ হারে উন্নীত করতে হবে। যদি বিদ্যুৎ সরবরাহের উন্নয়ন, রেলওয়ে খাত ও বন্দর সমূহের আধুনিকায়ন ঘটে এবং রাষ্ট্রীয় ব্যাংকিং খাত সরকারী সম্পদের অপচয়ের পরিবর্তে দেশের প্রবৃদ্ধিতে অর্থনৈতিক সহায়তা প্রদান করে, তাহলে উল্লেখিত প্রবৃদ্ধি অর্জন তেমন কোন কঠিন বিষয় হবে বলে আমি মনে করি না।

"সামাজিক ক্ষেত্রেও অনেকগুলো কর্মসূচি ইতিমধ্যে চালু হয়েছে যেগুলো লক্ষ লক্ষ বাংলাদেশী জনগণের জন্য প্রকৃত উপকার বয়ে আনতে পারে। উদাহরনস্বরুপ, একটি জবাবদিহিতা মূলক, সহজগম্য ও বিশ্বস্ত স্বাস্থ্য সেবা ব্যবস্থা গঠনে এবং স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বাংলাদেশের মিলেনিয়াম ডেভেলোপমেন্ট গোল অর্জনের ক্ষেত্রে সরকারের স্বাস্থ্য-পুষ্টি-জনসংখ্যা খাত ওয়ারী কর্মসূচিটির ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে। উল্লেখ্য, সরকারের অন্যান্য কর্মসূচীসমূহ যেমন-মেয়েদের এবং স্কুল বঞ্চিত শিশুদের শিক্ষা বৃত্তি প্রদান কর্মসূচির মাধ্যমে প্রত্যক্ষ করা গেছে যে, কিভাবে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নির্ধারিত প্রকল্পগুলো কাজ করে। "

"বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট অবশ্যই উদ্বেগজনক। ঝুঁকিপূর্ণ সংঘাতের পথ থেকে সরে এসে একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের শান্তিপূর্ণ উপায় খুঁজে বের করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আমার সকাতর অনুরোধ রইল। আমার মত বাংলাদেশের অন্যান্য বন্ধুদেরও নিশ্চয়ই এটাই কাম্য। দেশের উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি অকার্যকর রাজনৈতিক ব্যবস্থা ক্রমান্বয়ে প্রধান অন্তরায় হিসেবে কাজ করছে। যদিও নীতিগত বিকল্পসমূহের উপর কঠিন বিতর্ক গণতন্ত্রের প্রাণ স্পন্দনস্বরুপ এবং অবশ্যই স্বাস্থ্যকর। কিন্তু সীমাহীন হরতাল, বয়কট এবং নির্যাতন বাংলাদেশী জনগণের উদ্দীপনাকে কেবলই হতাশাগ্রস্ত করে তুলছে।"

"এটাই হচ্ছে বাংলাদেশের বৈপরীত্য। এ ধরনের একটি দূর্বল শাসন ব্যাবস্থার ধারনা নিয়ে কিভাবে এরকম আকর্ষনীয় অনুকুল ফলাফল অর্জন করা সম্ভব হতে পারে?", শাসন ব্যবস্থার সফলতা এবং ব্যর্থতা উভয়েই স্বীকার করার মধ্যেই মূল চাবিকাঠি নিহিত। উপরন্তু, জনগণের প্রতি জবাবদিহিতার নিরবিচ্ছিন্ন ধাপসমূহকে স্বাগতঃ জানানো, তুলনামূলকভাবে স্বাধীন গণমাধ্যম, সংবেদনশীল বাজেট নীতি এবং এন জিওদের পর্যাপ্ত সুযোগ প্রদানের সাথে সাথে দূর্নীতি ও দূর্বল ব্যবস্থাপনা চিহ্নিত করাও জরুরী।"

“বাংলাদেশে আমার সময় ছিল সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতাপূর্ণ। বাংলাদেশ সরকারকে ধন্যবাদ আমার ও বিশ্ব ব্যাংকের প্রতি প্রতিশ্রুতি ও সহযোগিতার হাত প্রসারিত করবার জন্য।। সম্পর্কের এই দৃঢ়তা না থাকলে সাবলীলভাবে আমার পক্ষে কার্যকাল সম্পাদন করা সম্ভব হোত না। সেইসাথে, দেশের এন জি ও কমিউনিটি, শিক্ষক ও সুশীল সমাজে তার অংশীদারদেরও ধন্যবাদ জানাতে চাই, যাদের শক্তি, উদ্দীপনা ও জ্ঞান অবিরামভাবে আমাকে সাহস যুগিয়েছে।”

“এখানে আমার অবস্থানকালীন অপরাপর দাতা সংস্থাসমূহের সাথে বিশ্ব ব্যাংকের সম্পর্কের অগ্রগতি সাধিত হওয়ায় আমি গর্বিত এবং তাদের সহযোগিতা ও পরামর্শের জন্য কৃতজ্ঞ।”-

“ব্যক্তিগতভাবে, আমি এবং আমার স্বামী এখানে আমাদের অবস্থানকে ভীষণভাবে উপভোগ করেছি, বাংলাদেশের উন্নত সংস্কৃতি ও কৃষ্টিতে অংশগ্রহণ করতে পেরেছি এবং অনেক নুতন বন্ধুও পেয়েছি। সুখের চরের সেই পরিবার থেকে শুরু করে বিশ্ব ব্যাংকের সহকর্মীদের কাছ থেকে আমরা যে উৎসাহ, উদ্দীপনা এবং উষ্ণ আতিথেয়তা পেয়েছি তা সবসময় আমাদের হৃদয়ে বাংলাদেশকে বিশেষ স্থান করে দেবে। ”

“আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে বাংলাদেশের বর্তমান চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার সামর্থ্য আছে। বাংলাদেশের সরকার এবং জনগণ কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচিসমূহ ও নীতিমালার ক্ষেত্রে বিশ্ব ব্যাংক সবসময় শক্তিশালী এবং বিশ্বস্ত অংশীদার হিসেবে বাংলাদেশের পাশে থাকবে। ”